মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

# জীবনসন্ধ্যায় মানবতা

মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামী আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

# জীবনসন্ধ্যায় মানবতা

অনুবাদ

**মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী**

সাবেক সম্পাদক, মাসিক নেয়ামত ও সদস্য, ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ

সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ জমিয়তুল মুদাররিসীন (১৯৭২) ও

সদস্য, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড

ইমাম ও খতীব, গণভবন জামে মসজিদ ও বাংলাদেশ সচিবালয় মসজিদ (১৯৭৬-২০০৫)

বহু গ্রন্থপ্রণেতা, অনুবাদক, সম্পাদক

প্রকাশনায়

**রাহনুমা প্রকাশনী** ™

# জীবনসন্ধ্যায় মানবতা


| | |
|---|---|
| মূল | মাওলানা আবুল কালাম আজাদ |
| অনুবাদ | মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী |
| প্রথম প্রকাশ | ডিসেম্বর ২০১৭ |
| গ্রন্থস্বত্ব | অনুবাদক |
| প্রচ্ছদ | মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম |
| মুদ্রণ | শাহরিয়ার প্রিন্টিং প্রেস<br>৪/১, পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা-১১০০ |
| একমাত্র পরিবেশক | **রাহনুমা প্রকাশনী**<br>ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।<br>যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯ |
| অনলাইন পরিবেশক | **রকমারি ডট কম**<br>https://www.rokomari.com/book/publisher/2613/rahnuma<br>**যোগাযোগ :** 16297 / 01519-521971 |

**মূল্য : ৩০০.০০ (তিনশো টাকা মাত্র)**

JIBON SHONDHAY MANOBOTA

Written by : Mawlana Abul Kalam Azad, Translated by : Abdullah bin Sayeed Jalalabadi Al Azhari.
Published by : Rahnuma Prokashoni. Price : Tk. 300.00, US $ 12.00 only.

**ISBN : 978-984-33-3778-8**

E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com

Web : www.rahnumabd.com

## উৎসর্গ–

বাংলাদেশের আলেমসমাজের মধ্যে
সর্বাধিক তীক্ষ্ণধী ও বিচক্ষণ পুরুষ
**মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আজমী**
**মরহুমকে (১৯০০-১৯৭২)**—যাঁর
*মেশকাত শরীফের* অনুবাদ ও তার
ভূমিকাস্বরূপ লিখিত *হাদীসের তত্ত্ব ও*
*ইতিহাস* সম্পাদনার মাধ্যমে আমার
সম্পাদনা-জীবনের সূচনা হয়েছিল
তাঁরই পদপ্রান্তে বসে আজ থেকে ঠিক
অর্ধশতাব্দী পূর্বে। যিনি মাদরাসা
শিক্ষাব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার সকল
সংগ্রামে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন
একাত্তরের যুদ্ধবিধ্বস্ত পথঘাট, পুল
না থাকায়, রেলপথ বন্ধ অবস্থায় সুদূর
ফেনী থেকে লোক-মারফত আমার
সিলেটের বাড়িতে পত্র পাঠিয়ে!
মৃত্যুর দিন পূর্বাহ্নে বার বার আমার
নাম লিখে লিখে আমার প্রতি তাঁর
প্রাণ নিংড়ানো ভালোবাসার অভিব্যক্তি
ঘটিয়েছিলেন! আমাকে তিনি
অভিহিত করতেন তাঁর মানসপুত্র
বলে।
হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে জান্নাতের
উচ্চতম আসনে আসীন করো!

–আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

# নতুন সংস্করণের ভূমিকা

আল্লাহ তাআলার লাখো শোকর, দীর্ঘ চল্লিশ বছরের মাথায় *জীবনসন্ধ্যায় মানবতার* নতুন সংস্করণ আলোর মুখ দেখল। বাংলাবাজারের বুক সোসাইটির সত্ত্বাধিকারী বন্ধুবর দেওয়ান মোস্তফা কামালের বিশেষ অনুরোধে আমি বইটি অনুবাদ করি। তাঁর পরম আগ্রহ ও যত্নে অনুবাদ করার সাথে সাথে বইটি প্রকাশিত হয়ে একেবারে হট কেকের মতো পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। অল্পসময়ের মধ্যে তিনি বইটির ২/৩টি সংস্করণ প্রকাশ করে সফলভাবে বাজারজাতও করেন।

মোস্তফা কামাল সাহেব ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী। দিন-রাত বইয়ের প্রুফ দেখা ও বেচা-বিক্রিতেই তাঁর সময় অতিবাহিত হতো। ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর চা ও পান খাওয়ার অভ্যাস ছিল। তাঁর মৃত্যুর মাস দুয়েক পূর্বে একদিন তাঁর টেবিলে বসেই আমি বলছিলাম, কামাল ভাই, শিগ্‌গিরই কোনো স্বাস্থ্যনিবাসে গিয়ে ২/৩ মাস কাটিয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে আসুন! কিছুদিনের জন্য খাটাখাটনি স্থগিত রাখুন, না হলে নির্ঘাৎ মৃত্যু আপনার মাথার ওপরে। কথাগুলো হাসতে হাসতে বলছিলাম বটে, কিন্তু তা-ই শেষ পর্যন্ত তাঁর ভাগ্যলিপি হয়ে গেল। তিনি অকালেই ইন্তেকাল করলেন! আল্লাহ তাঁকে বেহশত নসীব করুন।

পিতার অকাল মৃত্যুতে সন্তানরা যেভাবে এতীম হয়ে যায়, তেমনি আমার *নবী চিরন্তন, ভারত যখন স্বাধীন হচ্ছিল* এবং *জীবনসন্ধ্যায় মানবতা*-এর মতো পাঠকপ্রিয় বইগুলোও যেন এতীমত্ব বরণ করল! তাঁর একটি তরুণ ছেলে বুক সোসাইটির হাল ধরলেও সেও অকালেই মারা গেল। তারপর থেকে এই পাঠকপ্রিয় বইগুলো সেই যে অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ হলো, তারপর আর আমি নিজেও কেন যেন এগুলোর পুনঃপ্রকাশে

আর কারও দ্বারস্থ হলাম না। এটা অনেকটা প্রিয় স্বামীর মৃত্যুর পর যুবতী বধূদের পুনর্বার দ্বারপরিগ্রহে অনীহার মতো ব্যাপার-স্যাপার!

বিশেষত বর্তমান বইটি *জীবনসন্ধ্যায় মানবতার* পাঠকপ্রিয়তা ছিল অনন্যসাধারণ। এ বইটির আরও ২/৩টি অনুবাদও বের হয়েছিল। বিগত শতকের আশির দশকের শেষার্ধে একদিন আমি মোহাম্মদপুরের তখনকার আমার বাসস্থান তাজমহল রোড থেকে জেনেভা ক্যাম্পের পাশ ঘেঁষে কলেজগেটের দিকের রাস্তা হয়ে সাইকেলে করে আমার তখনকার কর্মস্থল গণভবন মসজিদে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি নামল। আমি খুব ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে দৌড় দিয়ে গিয়ে ঢুকলাম গজনবী রোডে কবি ও গীতিকার আযীযুর রহমানের বাসায়। কবিপ্রবর ছিলেন অত্যন্ত ছিমছাম পোশাক-পরিচ্ছদপ্রিয় একজন পরিপাটি চরিত্রের লোক। তিনি তাঁর নয়ন বিস্ফারিত করে বারবার করে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন এবং আমার মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত বারবার চোখ বুলাচ্ছিলেন। আমি অনেকটা বিব্রত বোধ করলাম, কিন্তু তাঁর এরূপ তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের কোনো কারণই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তিনি কোনো কথাও বলছিলেন না। শেষ পর্যন্ত আমিই নীরবতা ভঙ্গ করলাম।

'কবি ভাই, বৃষ্টি তাড়িয়ে এনে আপনার ঘরে উঠিয়েছে বলে আমার শরীর থেকে ঘাম ঝরছে। সেই ঘামের গন্ধে বুঝি আপনি বিব্রত? তাই এরূপ গভীর পর্যবেক্ষণ?'

সাথে সাথে রেডিও পাকিস্তান ও বাংলাদেশ বেতারের কয়েক যুগের প্রতিষ্ঠিত গীতিকার, জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, গানের রাজা আব্বাস উদ্দীনের গীত 'কারও মনে তুমি দিয়ো না আঘাত, সে আঘাত লাগে কাবার ঘরে, মানুষেরে তুমি যত করো ঘৃণা খোদা যান তত দূরে সরে'সহ হাজারো জনপ্রিয় গানের লেখক কবি আযীযুর রহমান আওয়াজ টেনে বলে উঠলেন, 'না–ভাই, না–! আমি চরম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করছি, আমি যে মাওলানা জালালাবাদীকে এতদিন ধরে চিনে আসছি, তিনি আর আজকের এই আগন্তুক এক অভিন্ন ব্যক্তি কি না! কথাটি বলেই তিনি একসঙ্গে তিন তিনটি বই—যা আমার প্রবেশমাত্র

তিনি টেবিলে উল্টিয়ে রেখেছিলেন, সেগুলো খুললেন আর বললেন, আমি পরম যত্ন সহকারে গভীর মনোযোগ দিয়ে বহুকাল ধরে এ বইগুলো পড়ছি। প্রতিটি লাইন, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি অক্ষর মিলিয়ে মিলিয়ে পড়ছি আর চরম বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবছি, আমাদের আলেমসমাজের মধ্যে এমন সাবলীল প্রাঞ্জল ভাষায় লেখার লোকও তা হলে রয়েছেন! আমি প্রতিটি শব্দ মিলিয়ে মিলিয়ে পড়ছি, আর কার অনুবাদটি সর্বশ্রেষ্ঠ তা নির্ণয়ের পরীক্ষা করছি।' আমি লক্ষ করলাম ওই বইগুলো হচ্ছে আমারই *জীবনসন্ধ্যায় মানবতা* এবং তার পূর্ববর্তী দু'টো অনুবাদ। বললাম, 'তাহলে আপনার পরীক্ষার ফলাফল?' বললেন, আপনার অনুবাদটি Far far better than others. তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, আপনি আমার সেই বদ্ধমূল ধারণাটি সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছেন যে, আমাদের আলেমসমাজ প্রাঞ্জল মাতৃভাষায় লিখতে জানেন না।'

তাঁর এ প্রাণখোলা স্বীকারোক্তি ও অভিনন্দন আমাকে সেদিন কী আনন্দ দিয়েছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

আমার অনুজ মওলানা জালালাবাদী (উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ)-কে আমিই 'পঁচিশে মার্চে'র সেই কালরাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ৫১ পুরানা পল্টনস্থ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিসে অবস্থানের পর সীমান্ত পার করে দিয়ে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের রাজধানী শিলং-এ পৌঁছিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। কারণ, তখন তার যথেষ্ট নামডাক হয়ে গেলেও বয়সে সে ছিল একান্তই নবীন—মাত্র বাইশ বছরের এক যুবক। বনবাদাড় ও অচেনা পথ দিয়ে খাসিয়া জৈন্তিয়া পাহাড়ের মতো চির-অপরিচিত স্থানে তাকে একা পাঠাতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। অবশেষে কয়েকদিন শিলং-এর পাইন উড হোটেলে ভারত সরকারের... আতিথ্য ভোগ করতে করতে সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরবর্তীকালের সরকারি মুখ্যসচিব এম এ সামাদ (তখন তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের এডিসি ছিলেন, ডিসি ছিলেন জনাব এইচ টি ইমাম) এবং বঙ্গবন্ধু সরকারের পরবর্তীকালের পাটমন্ত্রী কালিয়াকৈরের শামসুল হক (মরহুম) প্রমুখ। তাঁরা গিয়ে সেই হোটেলেই উঠলে, আমি অনেকটা আশ্বস্তবোধ করি এবং

তাকে তাঁদের সাথে রেখে বাড়িতে মৃত্যুশয্যায় শায়িত বৃদ্ধ বাবার খেদমতের উদ্দেশ্যে ফিরে আসি। তারপর তাঁরা বিমানে করে কোলকাতায় পাড়ি জমান এবং আমার ভাইটি 'স্বাধীন বাংলা বেতারে' গিয়ে যোগ দেয়। কোলকাতার বাংলাদেশ মিশনে অন্যান্য হোমরা-চোমরা নেতাদের সাথেই ছিল বঙ্গবন্ধু যাকে তাঁর লেফটেন্যান্ট বলে অভিহিত করতেন সেই তরুণ মওলানা জালালাবাদী। সে একজন সার্টিফিকেটধারী মুক্তিযোদ্ধা—স্বাধীন বাংলা বেতারের শব্দসৈনিক। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তাই বছর বছর সে কোলকাতায় বেড়াতে যেত। একবার বেনাপোল সীমান্তে একটি বইয়ের সমৃদ্ধ স্টল দেখে সে কৌতূহলবশে আমার *নবী চিরন্তন* ও *জীবনসন্ধ্যায় মানবতা* স্টলে আছে কি না জিজ্ঞেস করে। দোকানী তাকে অবাক করে দিয়ে জবাব দেয়, 'এ দু'টো বইয়ের কথা আর বলবেন না মৌলানা সাহেব! প্রতিবারই ৫/১০ কপি করে বইগুলো ঢাকা থেকে নিয়ে আসি। কিন্তু আসামাত্র হট কেকের মতো পাঠকদের হাতে হাতে চলে যায়! বইগুলো এক সপ্তাহও দোকানে থাকে না।' কোলকাতা থেকে ফিরে একদিন কথাটি আমাকে সে জানিয়ে অত্যন্ত গর্বপ্রকাশ করে।

এমন দু'টো বই বহুদিন ধরে বাজারে নেই। এ কথা আমার বন্ধুবান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে পীড়া দেয়। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ প্রকাশকের আমানতদারীর বিশ্বস্ততার অভাব লক্ষ করে কাউকে বইগুলো ছাপাতে দিতেও মন সায় দিচ্ছিল না।

অবশেষে রাহনুমা প্রকাশনীর সত্ত্বাধিকারী প্রিয়বর মাওলানা দেওয়ান মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম ও তাঁর বন্ধুদ্বয় আমার প্রিয়ভাজন *মাসিক নেয়ামতে*র মাওলানা ওলীউল্লাহ আবদুল জলীল, হাফেয মাওলানা আবদুল মুমিন জুটি আমাকে এ ব্যাপারে সম্মতি দিতে বাধ্য করলেন। ৪০ বছরের ব্যবধানে আমাদের বানানরীতি ও পরিবেশন পদ্ধতি অনেকটা এগিয়ে গেছে। তাই বইটি পুনরায় সম্পাদনা করে, পূর্ববর্তী সংস্করণসমূহের ভুলত্রুটি শুধরে দিতে হয়েছে। মোটামুটি এখন বইটি পূর্ণাঙ্গ সুন্দর হয়েছে বলা যায়।

আশা করি, পাঠকবৃন্দের কাছে তা আরও বেশি সমাদর লাভ করবে এবং আমার এ নবীন প্রকাশককে উৎসাহিত করবে এবং পাঠক মহলে নতুনভাবে সাড়া জাগাতে সমর্থ হবে। কুরআনের আয়াতগুলো এবার মূল আরবী ও তরজমাসহ পূর্ণ বরাতসহ প্রকাশ করা হলো—যা মূল গ্রন্থে ছিল না। হাদীসেরও যথাসাধ্য পূর্ণ বরাত দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে এটি একবিংশ শতাব্দীর পাঠকের উপযোগীই হয়েছে—যা একশো বছর পূর্বের রচনাকালে ছিল না।

তারপরও ভুলত্রুটি একেবারে থাকবে না, তা হলফ করে বলা যাবে না। কোনো সহৃদয় পাঠক কোনো সংশোধনী দিলে বা নতুন কোনো পরামর্শ দিলে তা সাদরে গৃহীত হবে।

আল্লাহ সকলকে এ পুস্তকটির মর্ম অনুসারে শিক্ষাগ্রহণের তাওফীক দিন এবং এটাকে আমার পরকালের একটি সম্বল বলে কবূল করুন—এটাই আমার মোনাজাত।

–আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

**স্যাংটিটি নিবাস**
১ এ/৩ পল্লবী, মীরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন নং : ৯০১২৪৭২
মোবাইল : ০১৮১৯০১০৫২৫

# মূল বই ও অনুবাদ প্রসঙ্গে দু'টি কথা

বিশ্বজোড়া মানব-সন্তানের জন্মের রূপ ও প্রক্রিয়া এক হলেও সকলের মন ও মনন, চিন্তা ও কর্মধারা, বিশ্বাস ও আচরণবিধি যেহেতু অভিন্ন নয়, তাই জীবনের অনিবার্য পরিণতি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনের পাঠ সমাপ্তির চেতনা ও উপলব্ধি সকলের মনে একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। মৃত্যুকে অনিবার্যরূপেই একদিন বরণ করে নিতে হবে, মৃত্যুর পর জীবন-মৃত্যুর মালিকের কাছে একদিন ফিরে যেতে হবে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের কর্মের হিসাব-নিকাশ তাঁকে বুঝিয়ে দিতে হবে—যাঁদের এ চেতনা সক্রিয় ছিল তাঁদের এবং হেসে-খেলে জীবন কাটিয়ে দিয়ে হঠাৎ একদিন যারা বিভীষিকাময় মরণ-সাগরের একেবারেই পারে—জীবনের শেষপ্রান্তে নিজেদের দেখতে পেয়েছে অথচ পেছনে ফেরার সকল পথই তাদের জন্য একেবারে রুদ্ধ বলে তারা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে, তাদের অবস্থা কি কখনো সমান হতে পারে? ঝঞ্ঝা-তাড়িত হয়ে যে ব্যক্তিটি একান্ত অনিচ্ছায় বিভীষিকাময় উগ্রমূর্তি সাগরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে যাচ্ছে আর যে ব্যক্তিটি বন্দরে নোঙ্গর করা অপেক্ষমাণ সুসজ্জিত ফেরদাউসে গমনের উদ্দেশ্যে জীবন-প্রভাতেই বন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে জীবন-সন্ধ্যায় আজ বন্দরে এসে হাজির হয়েছে—তাদের দু'জনের সমুদ্রযাত্রার উপলব্ধি কি এক? উর্দু সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল লেখক মাওলানা আবুল কালাম আজাদের পূর্ণ এক শতাব্দী পূর্বে রচিত[১] *ইনসানিয়্যাত মওতকে দরওয়াজে পর* পুস্তকখানিতে এ প্রশ্নটির জবাব অতি চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে—যার বঙ্গানুবাদ আজ *জীবনসন্ধ্যায় মানবতা* নামে পাঠকদের সম্মুখে পরিবেশন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এটি প্রথমে ধারাবাহিকভাবে ১৯১২ সালে মাওলানার সম্পাদিত বিপ্লবী উর্দু

১. ১৯৭৬ সালে প্রথমবার ভূমিকা লেখার সময় এ মেয়াদ ছিল (১৯৭৬-১৯১২=) ৬৪ বছর। আর তখন পুস্তকাটির শিরোনাম ছিল *আকাবিরে ইসলাম কে আখেরী লমহাত* বা মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের অন্তিম মুহূর্ত। পত্রিকায় প্রকাশের পর এর অসংখ্য উর্দু সংস্করণ বিভিন্ন শহর থেকে প্রকাশিত হয়।

সাপ্তাহিক *আল হেলালে* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে পাঠকসমাবেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

বক্ষমান পুস্তকে মাওলানা আজাদ ইসলামের ইতিহাসের কয়েকটি খ্যাতিমান চরিত্রকে বেছে নিয়ে তাঁদের চরিত্রের বিভিন্নতা অনুযায়ী তাঁদের মৃত্যুকালীন প্রতিক্রিয়াসমূহ তাঁর স্বভাব-সুলভ ভাষা ও ভঙ্গিতে অত্যন্ত চমৎকারভাবে চিত্রিত করেছেন। বিষয়বস্তু নির্বাচন ও চিত্র অঙ্কনে একজন দক্ষ শিল্পীর পরিচয় দিলেও ঘটনা বর্ণনায় কিন্তু তিনি নিজেকে হিসেবী ও বিশ্বস্ত ঐতিহাসিকরূপেই প্রতিপন্ন করেছেন। তাই এ পুস্তকখানি একাধারে সুখপাঠ্য ও রসোত্তীর্ণ সাহিত্য, প্রামাণিক ইতিহাস ও মূল্যবান নীতিকথা। পুস্তকের বিষয় নির্বাচনেই শুধু নয়, চরিত্র নির্বাচনেও লেখক শিল্পীসুলভ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই এতে যেমন রয়েছে মানবতার শ্রেষ্ঠতম দিক-দিশারি হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ও তাঁর বিশিষ্ট সহচরবর্গ খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনসায়াহ্নের শিক্ষাপ্রদ ঘটনাবলি ও অমিয় উপদেশবাণীসমূহ, তেমনি রয়েছে আমর ইবনুল আসের মতো কুশাগ্রবুদ্ধি কুটনীতিজ্ঞ, আমীর মুআবিয়ার মতো সফল রাজনীতিজ্ঞ এবং ইয়াযীদ ও হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের মতো জালেম শাসকদের শিক্ষাপ্রদ মরণকাহিনিও। আদর্শ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যাঁরা মৃত্যুকে জানিয়েছিলেন সাদর আলিঙ্গন অথচ সামান্য একটু আদর্শচ্যুতি বা দুর্বলতা প্রদর্শন করলেও যাঁরা সহজেই জীবন রক্ষা করতে পারতেন রাসূলে খোদার সেই বিশিষ্ট সাহাবী হযরত খুবায়ব বিন আদী এবং শহীদে-কারবালা হযরত হুসাইন [রাযিয়াল্লাহু আনহু]-এর লোমহর্ষক শাহাদাতকাহিনিও এতে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। সত্যের জন্য সর্বস্বত্যাগী সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ জুলবাজাদাইন এবং অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল পর্যন্ত ইসলামের রাজনৈতিক আদর্শ নির্বাসিত ও কোণঠাসা থাকার পর যে মহাপুরুষের আদর্শ চরিত্রের বদৌলতে পুনর্বার তা পূর্ণ মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল—খোলাফায়ে রাশেদীনের পঞ্চম খলীফা বলে ইসলামের ইতিহাসে সুবিদিত সেই হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের আদর্শ জীবন ও আদর্শ মৃত্যুকাহিনিও এতে আলোচিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে হলেও দু'টো নারী-চরিত্রও এতে অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছে। সেই দুইজন মহীয়সী নারীর একজন হলেন হযরত আবূ বকর

[রাযিয়াল্লাহু আনহু]-এর দুহিতা হযরত আসমা—পূর্ণ একটি শতাব্দীর বয়সের ভারে দেহ ন্যুব্জ হয়ে গেলেও যাঁর আদর্শ-চেতনা, ত্যাগ-তিতিক্ষার মনোভাব ও বীরাঙ্গনা চরিত্রকে সামান্যতম দুর্বলতাও স্পর্শ করতে পারেনি। আর অপরজন হচ্ছেন নবী-দুহিতা হযরত ফাতেমা ও হযরত আলী মুর্তাজার আদরের দুলালী হযরত যয়নব [রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা]। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ও হযরত হুসাইনের শাহাদাত-কাহিনিতে পাঠক এ দু'জন মহীয়সী নারীর বিবরণ দেখতে পাবেন।

এমন একখানি পুস্তকের অনুবাদকের তালিকায় নিজের নাম লেখানোকে আমি সৌভাগ্যের বিষয় বলেই মনে করি। বিশেষত ইসলামের একজন দীনহীন নগণ্য প্রচারক মুবাল্লিগ হিসেবে এরূপ একখানি বই বহুলভাবে পঠিত, পাঠিত ও প্রচারিত হোক, এটা আমার পরম কাম্য। তাই 'বাংলাদেশ ইসলাম প্রচার দফতরের' পরিচালক হিসেবে অত্যন্ত কর্মব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও কথ্য ভাষায় বইখানির অনুবাদ করে দেওয়ার জন্য যখন আমার *নবী-চিরন্তনের* প্রকাশক বন্ধুবর জনাব দেওয়ান আবদুল কাদের আমাকে অনুরোধ জানালেন, তখন আমি তাঁর এ অনুরোধ আর কোনোমতেই প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। তাঁর ঘন ঘন তাগিদ ও চাপ না থাকলে অনুবাদ কার্যসম্পন্ন করতে আমার আরও বেশি সময় লাগত সন্দেহ নেই। তাই যাঁর তাগিদে যথাসম্ভব শীঘ্র বইখানি অনূদিত হয়ে যথাসময়ে তা পাঠকের হাতে পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে, বাংলাদেশের প্রকাশনা জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক জনাব দেওয়ান আবদুল কাদের ওরফে মোস্তফা কামালকে আমার আন্তরিক শোকরিয়া জানাচ্ছি।

মাওলানা আজাদের মূল উর্দু বই *ইনসানিয়াত মওতকে দরওয়াজে পর*-এর জন্য আমাকে দিনের পর দিন দ্বারে দ্বারে ছোটাছুটি করতে হয়েছে। রাজধানীর কোনো মাদরাসার লাইব্রেরীতে এমনকি আলিয়া মাদরাসা লাইব্রেরী ও ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের [অধুনা কবি নজরুল কলেজ] মতো সমৃদ্ধ লাইব্রেরীগুলোতেও বইটি পাওয়া যায়নি। পাবলিক লাইব্রেরীতে পাঁজিতে থাকলেও বইয়ের তাকে বইটির কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। অথচ এখান থেকে নাকি বাইরে কোনো বই

পড়তে দেওয়ার রেওয়াজ নেই। অবশেষে আমার পরম প্রীতিভাজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ লেকচারার ও উদীয়মান লেখক আহমদ আনিসুর রহমান এবং তার বন্ধু ও সহকর্মী ইমতিয়াজ আহমদের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী থেকে বইটি পাওয়া যায়। তাই পুস্তক প্রকাশের শুভমুহূর্তে আমি তাদের এ মূল্যবান সহযোগিতার কথাটাও স্মরণ করি।

আমার যতদূর মনে হয়, বিষয়বস্তুর দিক থেকে এ পুস্তকখানি গোটা বিশ্বের সাহিত্যে এক অনন্য সম্পদ। কেননা, মরণোত্তর জীবনে অবিশ্বাসী পাশ্চাত্যের লেখকদের কাছে এরূপ একখানা বই আশাও করা যায় না। আর প্রাচ্যের কোনো মনীষী যদি এরূপ কোনো বই লিখে থাকতেন, তবে তা আমাদের অজ্ঞাত থাকলেও এ পুস্তকের রচয়িতার মতো জ্ঞানীজনের তা অজানা থাকার কথা নয়। অথচ তাঁর এ পুস্তকখানিতে তিনি এরূপ কোনো বইয়ের বরাত দেননি। বইটির এই মৌলিকতা-গুণ ছাড়াও বইটির স্থানে স্থানে চমৎকার দার্শনিক উক্তিসমূহ আমাদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য মনে হয়েছে।

বইটি অনুবাদ করতে গিয়ে মাঝে মাঝেই আমাকে অনুবাদকাজ স্থগিত রেখে মৃত্যুসঙ্কটের কথা ভেবে অশ্রু বিসর্জন দিতে হয়েছে। এই অশ্রুবিন্দুগুলোর সঙ্গে সঙ্গে আমার সহৃদয় পাঠকগণের কিছু অশ্রুও যদি মনের অজান্তে গড়িয়ে পড়ে, তবে আমি আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। কেননা, বস্তুবাদী দৃষ্টিতে দু'ফোঁটা নোনাজলের কোনো মূল্য না থাকলেও পরকালে বিশ্বাসী ও আধ্যাত্মবাদী মানুষের জন্য এ এক অতুলনীয় সম্পদ। জীবনসায়াহ্নের সেই সঙ্কটময় মুহূর্তগুলোতে ভীতি-বিহ্বল হওয়ার পরিবর্তে প্রশান্ত হৃদয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার সাহস বুকে সঞ্চিত হয় এমনভাবে জীবনগঠনের তৌফিক প্রত্যেকটি মুসলমানকেই দান করুন—রাব্বুল আলামীন ও আহকামুল হাকিমীনের দরবারে এই আমার মোনাজাত।

–আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
পরিচালক, বাংলাদেশ ইসলাম প্রচার দফতর
২১শে রবিউল আউয়াল, ১৩৯৬ হি.
মোতাবেক ২৩শে মার্চ, ১৯৭৬ ইং

১/১৭, তাজমহল রোড, ব্লক সি,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-৭।

## একটি জরুরি আলোচনা

বইটিতে কয়েকজন বিশিষ্ট্য সাহাবীর অন্তিম মুহূর্তের আলোচনা করায় বেশ কিছু এমন বিষয় সামনে এসেছে যা পাঠকের মনে কোনো কোনো সাহাবায়ে কেরাম [রাযিয়াল্লাহু আনহুম]-এর ক্ষেত্রে বিরূপ ধারণা তৈরি করতে পারে। সে কারণে নিম্নলিখিত আলোচনাটুকু পড়ে নেওয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে। আলোচনাটুকু *সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন* বই থেকে মাওলানা মাসউদুর রহমান লিখিত 'অনুবাদকের কথা' থেকে হুবহু কপি করে দেওয়া হয়েছে।

### সাহাবায়ে কেরামের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা

কয়েকটি আয়াত, তরজমা ও ব্যাখ্যা তুলে ধরা হচ্ছে যা সাহাবীদের মর্যাদার প্রমাণ বহন করে।

**আয়াত-১**

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

'তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, যাদেরকে মানুষের (কল্যাণ ও সংশোধনের) জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।'[১]

**আয়াত-২**

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

'আমি তোমাদের বানিয়েছি এমন একটি দল যারা (সকল দিক বিবেচনায়) অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ নীতি, আর্দশ ও কর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেন তোমরা বিরোধী লোকদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হতে পারো।'[২]

---

১. সূরা আ-লি ইমরান : ১১০

২. সূরা বাকারা : ১৪৩

উভয় আয়াতের আসল সম্বোধন সাহাবায়ে কেরাম। তাঁরাই এর প্রথম মেছদাক (লক্ষ্যস্থল)। নিজ নিজ আমল অনুসারে উম্মতের অন্য সকলেও তাতে অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আয়াত দু'টোর প্রকৃত লক্ষ্য সাহাবায়ে কেরাম, এটা সকল মুফাসসির ও মুহাদ্দিসের ঐক্যমতে প্রমাণিত। আয়াত দু'টোতে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, প্রিয় নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর পরে সকল মানুষের মাঝে সাহাবায়ে কেরামই সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, ন্যায়নিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য।[১]

## সাহাবায়ে কেরামের অনন্য মর্যাদা হাদীসে

### হাদীস-১

*বুখারী*, *মুসলিম*সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

خَيْرُا لنَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْ نَهُمْ ـــ فَلَا ادري ذَكَرَ قَرْنَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةً. ثُمَّ بَعْدَ هُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُوْن وَلَا يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَلَايُؤْ تَمَنُوْنَ وَيُنْذِرُوْنَ وَلَا يُوْفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السَّمَنُ

'সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ, মর্যাদার বিচারে এর পরের স্থানে তাদের যুগ যারা আমার যুগের সঙ্গে মিলিত। এরপর তাদের যুগ যারা তাদের (সাহাবীদের) সঙ্গে মিলিত। এরপর তাদের যুগ যারা তাদের (তাবেঈদের) সঙ্গে মিলিত। বর্ণনাকারী বলেন, এখন আমার মনে নেই যে তিনি যুগ দুইটি উল্লেখ করেছিলেন না তিনটি। এরপর এমন এমন লোক আসবে যারা না চাইলেও সাক্ষ্য দিতে তৈরি হয়ে যাবে। খিয়ানত করবে, আমানত রক্ষা করবে না, ওয়াদা ভঙ্গ করবে, অঙ্গীকার রক্ষা

---

১. ابن عبد البرفى مقدمة الاستيعاب

করবে না। তাদের মাঝে (আদর্শিক চিন্তা-চেতনা না থাকার দরুন) স্থূলতা প্রকাশ পাবে।'

এই হাদীসে যদি যুগের উল্লেখ দু'বার হয়ে থাকে, তবে দ্বিতীয় যুগ সাহাবীদের এবং তৃতীয় যুগ তাবেঈদের। তিনবার বললে চতুর্থ যুগ তাবে তাবেঈগণের—হাদীসের মধ্যে তাঁরাও শামিল হয়ে যাবেন।

**হাদীস-২**

لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَوْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ

'খবরদার আমার সাহাবীদের মন্দ বলো না। কেননা তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে তাহলে সেটা সাহবীদের এক মুদ অথবা আধা মুদের সমানও হবে না।' (মুদ এক কেজির কাছাকাছি একটি পরিমাণ)

এই হাদীস সাহাবীদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক অনন্য মর্যাদার কথা তুলে ধরেছে। অন্যদের পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও তাঁদের এক কেজি বরং আধা কেজি পরিমাণ দানের কাছাকাছি মর্যাদা পাবে না। তাহলে সাহাবীদের আমলকে অন্যদের আমলের সঙ্গে কী করে তুলনা করা সম্ভব?

**হাদীস-৩**

*তিরমিযী শরীফে* হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল [রাযিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ইরশাদ করেন-

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ, لَا تَتَّخِذُوْ هُمْ غَرَضًامِنْ بَعْدِىْ. فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُم وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ. وَمَنْ اَذَاهُمْ فَقَدْ اَذَانِىْ وَمَنْ اَذَانِىْ فَقَدْ اذَى اللّٰهَ وَمَنْ اَذَى اللّٰهَ فَيُوْشِكُ اَنْ يَّأْخُذَهُ

‘সাবধান! সাবধান আমার সাহাবীদের ব্যাপারে, আমার পরে তাঁদের সমালোচনার ক্ষেত্র বানিয়ো না। যে ব্যক্তি তাঁদের মুহাব্বত করল, সে প্রকৃত পক্ষে আমাকে মুহাব্বতের কারণেই তাঁদের মুহাব্বত করল। যে ব্যক্তি তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল, সে মূলত আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল, যে ব্যক্তি তাঁদের কাউকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল। যে আমাকে কষ্ট দিল, সে আল্লাহকে কষ্ট দিল। যে ব্যক্তি আল্লাহকে কষ্ট দেবে শিগগিরই আল্লাহ তাআলা তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।’

‘যে ব্যক্তি তাঁদের মুহাব্বত করল, প্রকৃতপক্ষে আমাকে মুহাব্বতের কারণেই সে তাঁদের মুহাব্বত করল’ বাক্যটির দুটো ব্যাখ্যা রয়েছে :

এক- সাহাবীদের প্রতি মুহাব্বত-ভালোবাসা, আমার প্রতি মুহাব্বত-ভালোবাসার আলামত, অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই তাঁদের ভালোবাসে যার অন্তরে আমার প্রতি ভালোবাসা আছে।

দুই- যে ব্যক্তি আমার কোনো সাহাবীকে ভালোবাসে, এর অর্থ সেই ব্যক্তির প্রতি আমি মুহাম্মাদের ভালোবাসা রয়েছে। একই ব্যাখ্যা বিদ্বেষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

যে ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হোক এই হাদীস তাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সতর্ক সঙ্কেত, যারা সাহাবায়ে কেরামকে স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ সমালোচনার লক্ষ্য বানিয়ে থাকেন, তাঁদের ব্যাপারে এমন এমন কথা বলেন বা লেখেন যার কারণে শ্রোতা বা পাঠক তাঁদের ব্যাপারে আস্থা, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, সাহাবীদের সমালোচনা করা প্রিয় নবীর নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সমতুল্য।

## বর্ণিত আয়াত ও হাদীসের সারমর্ম

উপরে বর্ণিত আয়াত ও হাদীসগুলোতে শুধুমাত্র সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা, তাঁদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের ঘোষণা দিয়েই শেষ করা হয়নি বরং উম্মতের প্রতি জোরালো হুকুম দেওয়া হয়েছে যেন তাঁদের আদব-সম্মান বজায় রাখে এবং তাঁদের অনুসরণ করে চলে।

তাঁদের কাউকেই মন্দ বলার বিরুদ্ধে উচ্চারণ করা হয়েছে কঠোর হুঁশিয়ারী। তাঁদের প্রতি ভালোবাসাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে প্রিয় নবীর প্রতি ভালোবাসা হিসাবে। তাঁদের প্রতি বিদ্বেষকে গণ্য করা হয়েছে নবীজীর প্রতি বিদ্বেষ হিসাবে।

## সাহাবায়ে কেরামের বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা : উম্মতের প্রতি ওয়াজিব সাহাবায়ে কেরামের জন্য ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করা, তাঁদের ইজমা (ঐক্যমত)কে শরীয়তের দলীল মনে করা এবং তাঁদের অনুসরণ-অনুকরণ করা। তাঁদের প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ রাখা, তাঁদের সকলকে অথবা কোনো একজনকে মন্দ বলা বা সমালোচনা করা—ইসলামী শরীয়তে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসগুলোতেই রয়েছে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ।

## সাহাবায়ে কেরাম নিষ্পাপ নন

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আরও একটি আকীদা এই যে, নবীদের মতো সাহাবীগণ মাছুম বা নিষ্পাপ নন। কিন্তু তাঁরা মাগফুর অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের ভুল-ত্রুটির ওপর অটল থাকেননি, তওবা করেছেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।

## মুশাজারাতে সাহাবা

সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতপার্থক্য হয়েছে। প্রকাশ্য যুদ্ধ পর্যন্ত ঘটেছে। কিন্তু উলামায়ে উম্মত সাহাবীদের আদব রক্ষার্থে সেই যুদ্ধকে 'যুদ্ধ' বা 'লড়াই' নামে আখ্যায়িত করা উচিত মনে করেননি। তারা একে আখ্যায়িত করেন 'মুশাজারাহ' নামে। যার অর্থ শাখাবহুল গাছ বা বহু ডাল-পালা বিশিষ্ট বৃক্ষ। যার একটি ডাল অন্য ডালের মধ্যে ঢুকে পড়ে, একটির সঙ্গে অন্যটির টক্কর লাগে যা গাছের জন্য দোষণীয় নয়, ক্ষতিকরও নয়।

মুশাজারাতে সাহাবার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা হলো, উভয়পক্ষের প্রতিই ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখা ওয়াজিব। কোনো পক্ষকেই মন্দ বলা হারাম।

উম্মতের ইজমা রয়েছে এ বিষয়েও যে, 'জামাল' (উটের) যুদ্ধে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর মত সঠিক। তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন ভুলের উপর। একইভাবে সিফফীন যুদ্ধেও হযরত আলী [রাযিয়াল্লাহু আনহু] ছিলেন হকের উপর আর প্রতিপক্ষ হযরত মুআবিয়া [রাযিয়াল্লাহু আনহু] এবং তাঁর সহযোগীরা ছিলেন ভুলের উপর। অবশ্য তাঁদের ভ্রান্তিকে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'ইজতেহাদী খতা' রূপে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে 'গুনাহ' নয় (সুতরাং শাস্তিরও প্রশ্ন নেই) বরং ইজতেহাদের মূলনীতি হিসাবে পূর্ণচেষ্টার পরও ভুল হয়ে গেলে, ঐ ব্যক্তিও সওয়াব থেকে মাহরূম হন না। (সিদ্ধান্ত সঠিক হলে দু'টো সওয়াব, আর ভুল হলে) একটি সওয়াব তিনিও পান।

এভাবে একদিকে মুশাজারাতে সাহাবার ক্ষেত্রে 'সঠিক মত' ও 'ভুল মত' চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও আদব পূর্ণরূপে রক্ষা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিজের জবান ও ভাষাকে সংযত রাখতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লামা কুরতুবী রহ. আহলুস সুন্নাহ এর নীতি-আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে এই মুশাজারায়ে সাহাবা বিষয়ে আলোকপাত করেছেন এভাবে :

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত তালহা ও যুবায়ের [রাযিয়াল্লাহু আনহুমা]কে 'আশারায়ে মুবাশ্‌শারা'-এর অন্তর্ভুক্ত বলে জানিয়ে ছিলেন, তাদের ব্যাপারে নবীজীর ভবিষ্যত বাণী ছিল, তাঁরা উভয়েই শহীদ হবেন। বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁরা হযরত উসমান [রাযিয়াল্লাহু আনহু]-এর হত্যার বদলা বা 'কেসাসে'র দাবিতে হযরত আলী [রাযিয়াল্লাহু আনহু]-এর বিপক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে শহীদ হয়েছিলেন। প্রিয় নবীর হাদীস তাঁদেরকে শহীদ আখ্যায়িত করেছে। পক্ষান্তরে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার হযরত আলী কাররামাল্লাহুর পক্ষে জোরালো তৎপরতা চালিয়ে যুদ্ধে অংশ নেন। পূর্ণ শক্তি দিয়ে হযরত আলীর বিরোধীদের মুকাবেলা করেন। প্রিয় নবী তাকেও শহীদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।'

এক্ষেত্রে একজন মুমিনের প্রধান ভাবনার বিষয়, প্রিয় নবীর

ভবিষ্যতবাণী—যা স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দেয়, হযরত তালহা ও যুবায়ের [রাযিয়াল্লাহু আনহুমা] আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য লড়াই করেছিলেন, সে কারণেই তাঁরা দু'জনও শহীদ। একই সঙ্গে হযরত [আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু]-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না, সে কারণে তিনিও শহীদ এবং তিনিও প্রশংসার যোগ্য। উভয় দলের মতের ভিন্নতা কোনো পার্থিব গরজে ছিল না, ছিল ইজতেহাদ ও নেক ভাবনার ভিত্তিতে। ফলে কোনো দলকেই সমালোচনার আঘাতে জর্জরিত ও অসংযত ভাষায় আহত করা কোনোভাবেই বৈধ হতে পারে না। নিজের ঈমানকে নিরাপদ রাখতে চাইলে কুরআন সুন্নায় বর্ণিত সকল সাহাবীর ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়া এবং তাঁদের জন্য চিরস্থায়ী জান্নাত অবধারিত হওয়ার বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল করতে হবে। প্রিয় নবীর নির্দেশে নিজের জবান ও ভাষাকে সাহাবীদের ব্যাপারে সংযত করে অন্তরে তাঁদের প্রতি মুহাব্বত ও ভালোবাসা জাগ্রত রাখতে হবে। কুরআন ও হাদীসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ইতিহাস—যা সাহাবায়ে কেরামকে কোনোপ্রকার কালিমা লিপ্ত করে, সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে।

## সূচিপত্র


- অনন্তের পথে—২৫
  মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
- হযরত আবূ বকর সিদ্দীক
  [রাযিয়াল্লাহু আনহু]-এর মহাপ্রয়াণ—৬১
- হযরত উমর ফারূক
  [রাযিয়াল্লাহু আনহু]-এর শাহাদাত—৭৫
- হযরত উসমান
  [রাযিয়াল্লাহু আনহু]-এর শাহাদাত—৯৫
- হযরত আলী মুর্তজা
  [রাযিয়াল্লাহু আনহু]-এর শাহাদাত—১২৩
- হযরত হুসাইন
  [রাযিয়াল্লাহু আনহু]-এর শাহাদাত—১৩৯
- মৃত্যুর দুয়ারে হযরত আমর ইবনুল আস
  [রাযিয়াল্লাহু আনহু]—২০৩

➤ জীবনসন্ধ্যায়
হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ—২১৩

➤ জীবনসন্ধ্যায় মুআবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান
[রাযিয়াল্লাহু আনহু]—২২৩

➤ হযরত খুবায়ব
[রাযিয়াল্লাহু আনহু]-এর শাহাদাত—২৩৩

➤ আবদুল্লাহ জুলবাজাদাইন
[রাযিয়াল্লাহু আনহু]-এর ইন্তেকাল—২৪৩

➤ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের
[রাযিয়াল্লাহু আনহু]-এর শাহাদাত—২৫৩

➤ জীবনসায়াহ্নে
হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয
[রাযিয়াল্লাহু আনহু]—২৬৫

অনন্তের পথে

# মহানবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللّٰهِ وَالۡفَتۡحُ ﴿۱﴾ وَرَاَيۡتَ النَّاسَ يَدۡخُلُوۡنَ فِىۡ دِيۡنِ اللّٰهِ اَفۡوَاجًا ﴿۲﴾
فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَاسۡتَغۡفِرۡهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ﴿۳﴾

'আল্লাহর সাহায্য যখন নেমে এসেছে এবং মক্কা বিজিত হয়েছে আর লোকজন দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করছে দেখতে পাচ্ছ; এবার তুমি তোমার প্রতিপালকের গুণগানে রত হয়ে পড়ো এবং তাঁর দরবারে ক্ষমা চাইতে থাকো। নিঃসন্দেহে তিনি তাওবা কবূল করবেন।'

## বিদায় হজের প্রস্তুতি

উক্ত সূরাটি নাজিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানবতার নবী হযরত মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর অভিপ্রায় বুঝতে পারলেন। তিনি বুঝতে পারলেন পরপারের ডাক এসেছে, বিদায় আসন্ন। ইতিপূর্বেই কা'বাগৃহে তিনি হেরেম শরীফের পবিত্রতা-সংক্রান্ত চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়েছিলেন। দ্ব্যর্থহীনভাবে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, অতঃপর ভবিষ্যতে আর কোনো মুশরিককে আল্লাহর ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না, পারবে না কোনো উলঙ্গদেহী খানায়ে-কা'বায় তাওয়াফ করতে।

হিজরতের পর হুযূর [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আর হজ সমাপনের সুযোগ পাননি। আজ দশম হিজরীতে তাঁর মনে সাধ জাগল পরপারের মহাযাত্রার প্রাক্কালে সমস্ত উম্মতকে নিয়ে শেষবারের মতো হজ সমাপনের। কোনো ভক্ত যেন সহযাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত না থাকেন সে চেষ্টার ত্রুটি হলো না। হযরত আলী [রাযিয়াল্লাহু আনহু]-কে ইয়ামেন থেকে ডেকে পাঠানো হলো। কবীলায় কবীলায় লোক পাঠিয়ে সকল গোত্রের লোকজনকেই এই মহৎ সংকল্পের কথা অবহিত করা

হলো। নবী সহধর্মিণীগণকে সুসংবাদ দেওয়া হলো যে তাঁরা সহগামিনী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। হযরত ফাতেমাকে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হলো। ২৫ যিলকদ তারিখে মসজিদে নববীতে জু'মার নামায হলো আর সেখানেই ২৬ যিলকদ যাত্রারম্ভের কথা ঘোষণা করা হলো।

২৬ শে'র ঊষা উদিত হতেই হুযূরের চেহারা যাত্রারম্ভের খুশিতে ডগমগিয়ে উঠল। গোসল সেরে বস্ত্র পরিবর্তন করেই যোহরের নামায আদায় করলেন। নামাযান্তে হাজারো ভক্ত-অনুরক্ত উম্মত পরিবেষ্টিত হয়ে মহানবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মহাপ্রভুর স্তবস্তুতি গাইতে গাইতে মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। মদীনা থেকে ছয় মাইল পথ অতিক্রম করে যুল হোলায়ফায় এ পবিত্র কাফেলার প্রথম দিনের মতো যাত্রাবিরতি ঘটল। সেখানেই তাঁরা অতিবাহিত করলেন সফরের প্রথম রজনী। পরদিন হুযূর [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আবার গোসল করলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা [রাযিয়াল্লাহু আনহা] আপন হাতে তাঁর পবিত্র দেহে আতর মাখিয়ে দিলেন। যাত্রা শুরুর প্রাক্কালে নূরনবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আবার আল্লাহর হুযূরে দাঁড়িয়ে গেলেন। পরম ভক্তি ও আবেগ সহকারে তিনি দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর উটনী কাস্ওয়ার পিঠে সাওয়ার হয়ে এহরাম বেঁধে উচ্চকণ্ঠে লাব্বায়েক সঙ্গীত গেয়ে উঠলেন :

লাব্বায়িক আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক

লাব্বায়িক লা–শারীকা লাকা লাব্বায়িক

ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা

ওয়াল মুল্ক, লা–শারীকা লাক

'হাজির, প্রভো তোমার সদনে হাজির! তোমার কোনো শরীক সমকক্ষ নেই। বান্দা হাজির। সকল তারিফ, সকল নেয়ামত তোমারই প্রভো! তোমারই তো রাজ্য—তোমারই আধিপত্য। তোমার কোনো শরীক নেই!'

ওই এক ধ্বনির অনুকরণে উচ্চারিত হলো হাজারো কণ্ঠ। সমস্বরে হাজারো কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল লাব্বায়িক সঙ্গীত। আকাশ-বাতাস

মুখরিত হয়ে উঠল আল্লাহর প্রশংসাধ্বনিতে। পাহাড়-প্রান্তরে উঠল এ স্তবধ্বনির প্রতিধ্বনি। সাহাবী হযরত জাবের [রাযিয়াল্লাহু আনহু]-এর ভাষায় : হুযূর [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর ডানে-বাঁয়ে, অগ্রে-পশ্চাতে, যেদিকেই যতদূর পর্যন্ত চোখে ঠাহর করা যাচ্ছিল, কেবল মানুষ আর মানুষই দেখা যাচ্ছিল। উটনী যখন কোনো উঁচু স্থান দিয়ে অতিক্রম করত তখন তিনি তিনবার তাকবীরধ্বনি উচ্চারণ করতেন। রাসূলের কণ্ঠে তাকবীরধ্বনি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অযুতকণ্ঠে আবার সে তাকবীরধ্বনির প্রতিধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকে। এভাবে একাধিক্রমে নয় দিন ধরে চলল এ পথ-পরিক্রমা। ৪ যিলহজের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মক্কার ইমারতসমূহ চোখে ভেসে উঠল। হাশিম গোত্রের মাসুম শিশুরা তাদের গোত্রীয় মহাপুরুষের শুভাগমনের সংবাদ পেয়ে আপন আপন ঘর থেকে ছুটে আসছিল পবিত্র চেহারার মৃদু হাস্য লুফে নিতে। এদিকে সরওয়ারে কায়েনাতের নূরানী চেহারা থেকে উপচে পড়ছিল বহু প্রতীক্ষিত স্নেহবাৎসল্য মায়া-মমতা। স্ব-গোত্রীয় কচি শিশুদের নিষ্পাপ কুসুম কলি চেহারা দর্শনে দয়ার নবীর দয়ার সাগর উথলে উঠল। আনন্দে আত্মহারা নবী উটের পিঠ থেকে নূয়ে নূয়ে তাদের কাউকে তাঁর অগ্রে আবার কাউকে তাঁর পশ্চাতে উষ্ট্রপৃষ্ঠে বসিয়ে নিচ্ছিলেন। অল্পক্ষণ পরে কা'বাগৃহ নজরে পড়তেই তাঁর পবিত্র মুখে উচ্চারিত হলো—

'প্রভো খানায়ে কা'বাকে তুমি আরও সম্মানিত! আরও মহীয়ান করো!

হেরেম-সংস্কারক নবী সর্বপ্রথম আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করলেন। এরপর মাকামে ইবরাহীমে গিয়ে শোকরানা আদায় করলেন। তাঁর পবিত্র মুখে উচ্চারিত হলো আল-কুরআনের পবিত্র আয়াত :

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى

'মাকামে ইবরাহীমকে সেজদাহ-গাহরূপে গ্রহণ করো'[১]।

খানায়ে-কা'বার যিয়ারত শেষে তিনি গেলেন সাফা-মারওয়া পাহাড়ে। সেখান থেকে আল্লাহর ঘর চোখে পড়তেই জলদগম্ভীর নিনাদে তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল কালিমায়ে তাওহীদ ও তাকবীরের ধ্বনি—

১. বাকারা, ১২৫

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ. لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ اَنْجَزَ وَعْدَهٗ. وَنَصَرَ عَبْدَهٗ. وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ.

'আল্লাহ—একমাত্র আল্লাহই সত্যিকারের উপাস্য। তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁরই রাজ্য, তাঁরই আধিপত্য এবং প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই। জীবন দান ও মৃত্যু ঘটানো তাঁরই কাজ। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন। তাঁর দাসকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সকল বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছেন।'

৮ যিলহজ মিনায় অবস্থান করলেন। ৯ যিলহজ শুক্রবার ফজরের নামাযান্তে মিনা থেকে রওয়ানা হয়ে অপরাহ্নে যখন নামিরা প্রান্তরে এসে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর সম্মুখে এক লাখ চব্বিশ হাজার খোদাপ্রেমে মাতোয়ারা ভক্তের বিপুল সমাবেশ। অযুতকণ্ঠের মুহুর্মুহু তাকবীর-তাহলীল ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস গুঞ্জরিত হয়ে উঠছিল। এমন সময় উটনী কাসওয়ার পিঠে সওয়ার হয়ে পূর্বাকাশে উজ্জ্বল সূর্যোদয়ের আরাফাতের পাহাড়-চূড়ায় মহানবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] উদিত হলেন।

এক্ষুণি হজের খুতবা দেবেন। পাহাড়ের পাদদেশে রয়েছেন নবী জায়া হযরত আয়েশা সিদ্দীকা এবং হযরত সফিয়্যা, হযরত আলী ও ফাতেমা [রাযিয়াল্লাহু আনহুম], হযরত আবূ বকর ও উমর [রাযিয়াল্লাহু আনহুমা], হযরত খালেদ ও বেলাল [রাযিয়াল্লাহু আনহুমা], আহসাবে সুফ্ফা ও আশারায়ে মুবাশশারা—জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবীসহ শত শত গোত্র ও বংশের লোকজন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, উম্মতের অভিভাবক যেন উম্মতের হাজিরী নিচ্ছেন আর আসল মালিককে তাঁর দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

## বিদায় হজের খুতবা

উম্মতের ব্যথায় ব্যথিত নবীর শেষ অশ্রুমালা সিঞ্চিত হয়েছে বিদায় হজের খুতবায়। চতুর্দিক থেকে ধনৈশ্বর্য ও রাজশক্তি তখন মুসলমানদের

পদতলে লুটিয়ে পড়ছিল। ধনৈশ্বর্যের এ প্রাচুর্য পাছে উম্মতের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করে ফেলে এ আশঙ্কায় মহানবী ছিলেন শঙ্কিত, উৎকণ্ঠিত। তাই উম্মতের ঐক্যকেই তিনি তাঁর ভাষণের বিষয়বস্তুরূপে বেছে নিলেন। নবুওতী আবেগের সর্বশক্তি নিয়োগ করে তিনি তাঁর ভাষণ শুরু করলেন। সর্বপ্রথম মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি উম্মতকে আহ্বান জানালেন জাতীয় ঐক্যকে অক্ষুণ্ন রাখতে। এরপর তিনি এই মর্মে সতর্ক করে দিলেন যেন সমাজের অনগ্রসর দুর্বল শ্রেণিসমূহ ফরিয়াদ করার সুযোগ না পায়, ইসলামের সুদৃঢ় প্রাচীরে যেন ফাটল ধরতে না পারে। তারপর যে যে কারণে অন্তর্বিরোধ, মনোমালিন্য ও কপটতার সৃষ্টি হতে পারে সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে সমাজদেহ থেকে এগুলোকে সমূলে উৎপাটিত করার বাস্তবপন্থাও নির্দেশ করলেন। তারপর তিনি মুসলিম জাতির স্থায়ী ঐক্যের ভিত্তি কী তাও সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলেন। সর্বশেষে তিনি তাঁর এ উপদেশসমূহ অনাগত উম্মতের কাছে পৌঁছে দিতে যেন ত্রুটি না হয় সে তাগিদ দিলেন এবং খুতবা শেষে নিজের দায়িত্বমুক্তির উদ্দেশ্যে উপস্থিত উম্মতদের সাক্ষী রেখে এমন মর্মস্পর্শী ভাষায় পুনঃপুন আল্লাহকে ডাকছিলেন যে সমবেত শ্রোতামণ্ডলীর অন্তর বিচলিত ও চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল আর তাদের আত্মা দেহ-পিঞ্জরের মধ্যে ছটফট করে আল-আমান আল-গিয়াছ বলে [বাঁচাও, বাঁচাও] আর্তনাদ করে উঠল।

হামদ ও সালাতের পর খুতবার প্রথম মর্মভেদী বাক্যটি ছিল :

> জনমণ্ডলী! আজকের পর বোধহয় আমি আর কোনোদিন তোমাদের সঙ্গে এ স্থানে একত্রিত হতে পারব না।

পবিত্র মুখের এ বাক্যটি শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই এ সমাবেশের উদ্দেশ্য সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। যার কানেই এ বাক্যটি পৌঁছল, তারই হৃদয় স্পর্শ করল। এবার তিনি আসল কথায় মনোনিবেশ করলেন আর বললেন :

> মানবমণ্ডলী! আজকের 'হজের' এই দিবস যেমন মহান, (যিলহজের) এই মাস যেমন মহিমান্বিত, (মক্কার) এই হেরেম নগরী যেমন পূতপবিত্র, তোমাদের প্রভুর

সঙ্গে মিলনকাল তথা কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি মুসলমানের প্রতিটি রক্তবিন্দু এবং ধন-সম্পদ তেমনই পবিত্র, তেমনই সম্মানিত।[১]

এ কথার ওপর আরও জোর দিয়ে বললেন :

অচিরেই তোমরা তোমাদের প্রভুর দরবারে উপনীত হবে। সেখানে তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

দেখো! আমার পরে তোমরা যেন পথহারা হয়ো না! একে অপরের মস্তক ছেদনে লিপ্ত হয়ো না।[২]

রাসূলে পাকের এ আবেগমাখা উপদেশ বাক্য তাঁর পবিত্র মুখ থেকে বেরিয়ে তিরের মতো শ্রোতামণ্ডলীর অন্তরে বিদ্ধ হলো। এবার তিনি সেসব দুষ্টক্ষতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন—যা অচিরেই মুসলিম জাতির মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা করছিলেন। তাঁর মনে আশঙ্কা ছিল, চতুর্দিকে যখন ইসলামের জয়-জয়কার হবে, তখন সমাজের অচল নিঃস্ব অনুন্নত শ্রেণিসমূহের প্রতি অবিচার হতে পারে। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি ইরশাদ করলেন :

হে মানবমণ্ডলী, তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহর আমানতেই তোমরা তাদের তোমাদের জন্যে হালাল করেছ। তাদের উপর তোমাদের হক হচ্ছে, তারা পর-পুরুষের দ্বারা তোমাদের শয্যাকে দলিত করবে না। যদি তারা তা-ই করে, তবে তোমরা তাদের এমনভাবে প্রহার করবে যেন তাদের গায়ে দাগ না কাটে। আর তোমাদের উপর তাদের হক হচ্ছে, সঙ্গতভাবে তোমরা তাদের ভরণ-পোষণ করবে—তাদের খোরপোশ দেবে।[৩]

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন :

---

১. *সহীহ বুখারী ও মুসলিম*
২. *সহীহ বুখারী*
৩. *সহীহ বুখারী, মুসলিম*